জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে ঝুঁকে পড়েছে কৃষকরা

জীবননগরে ড্রাগন ও মাল্টা চাষে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করছেন কৃষকরা। দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের ছোট্ট একটি জেলা চুয়াডাঙ্গা। এ জেলাটি ফলের জেলা হিসাবেই পরিচিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ছোট একটি উপজেলা জীবননগর এটি একেবারে সীমান্ত ঘেষা। জীবননগর শহর থেকে মাত্র ৪-৫ কিলোমিটার দুরে ভারতীয় সীমানা।
এ উপজেলার বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ধান, মুগ চাষের পাশাপাশি বর্তমান এ উপজেলার কৃষকরা বিদেশী ফল ড্রাগন ও মাল্টা চাষে বেশী উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন । তাছাড়া ড্রাগন ফল ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হওয়ায় এ চাষে আরও বেশী ঝুকে পড়েছেন কৃষকরা ।
ড্রাগন ফল চাষী উপজেলার কেডিকে ইউনিয়নের কাশিপুর মাঠ পাড়ার শাওন বলেন ড্রাগন ফল চাষে প্রথম দিকে খরচ বেশি হলেও এটি একটি লাভজনক চাষ । ড্রাগন গাছটি বিদেশী তাই সচার আচার এ গাছটি পাওয়া যায় না । তাছাড়া ড্রাগন গাছ দেখতে অনেকটা সাপের মত যার ফলে এ চাষটি দেখতে জীবননগর উপজেলা সহ বেশ কয়েকটি জেলার লোকজন জমিতে আসে এবং এ চাষটি করার জন্য অনেক কৃষক ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ।
একই কথা বলেন উপজেলার বাঁকা গ্রামের মাল্টা চাষী জাহিদ বাবু, তিনি বলেন আমি শুরুতে পেয়ারার চাষ শুরু করি এবার নতুন করে অল্প পরিসর জমিতে মাল্টা চাষ শুরু করেছি ।
তবে কৃষি বিভাগ যদি একটু সহযোগিতা করত তা হলে এ চাষটিতে একদিকে যেমন লাভবান হওয়া যেত তেমনি দেশের অনেক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত ।
জীবননগর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোর্শেদ আলী বলেন ড্রাগন ও মাল্টা চাষটি এ উপজেলায় একেবারে নতুন চাষ হচ্ছে তবে বর্তমানে এ চাষের দিকে কৃষকরা অনেক উৎসাহিত বলে ধারনা করা হচ্ছে। তবে আশা করা যায় এ চাষটি এ উপজেলাতে যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে একদিন এ চাষগুলো জীবননগর উপজেলা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বে।

জীবননগর প্রতিনিধি:

আলমডাঙ্গায় কৃষকের ঘর ভাংচুর, হুমকি

আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামের দরিদ্র কৃষক জিন্নাত আলীর টিনের একটি ঘর ভেঙে তান্ডব চালিয়েছে এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালি। ঘরে থাকা কৃষি পণ্য লুটপাট ও তছনছ করা হয়েছে। ঘরের টিন ফেলে রাখা হয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বর্তমানে বিভিন্নভাবে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। প্রভাবশালিদের ভয়ে এলাকার মানুষ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

জানা গেছে, গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জিন্নাত আলী কৃষিকাজ করেন। বাড়ির পাশে একটি টিনের ঘরে কৃষিপণ্য ও সরঞ্জাম রাখেন। গ্রামের মোজাহার মন্ডলের ছেলে গোলবার হোসেন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সম্প্রতি এক রাতে জিন্নাত আলীর কৃষিপণ্য রাখার টিনের ঘরটি ভেঙে দেয়। ঘর ভেঙেই নিশ্চুপ থাকেনি গোলবার। জিন্নাত আলীকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে জিন্নাত আলী তার ঘর নতুন করে মেরামতও করতে পারছেন না।
জিন্নাত আলী জানান, গ্রামের গোলবার হোসেনের নির্দেশে তার সাঙ্গপাঙ্গ একই গ্রামের ইজাজুল, আজিজুল, ফিরু, হেবা, মিনারুল, ইকরামুল, চায়না, নাজমুল, মিরাজুল, লন্ডন, লালমিয়া, দুলাল ও নূরনাহার তার ভেঙে দেয়।

ঘটনার বিষয়ে ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের দায়িত্বরত ইনচার্জ এএসআই রাজু আহমেদ বলেন, ঘটনা শোনার পর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে দুপক্ষকে নিয়ে মিমাংসা করা যায় কিনা সেটাও চেস্টা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি:

দরবেশপুর জোড়া খুন মামলায় দুইজনের স্বীকারোক্তি

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের রোকন বিশ্বাস ও হাসান বিশ্বাস খুন মামলায় ৫ জনকে আটক করে কারাগারে পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে আব্দুল হাকিম ও কালু নামের দুই আসামী আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। বাকি আসামীরা হলেন আব্দুস সালাম,তারাচাঁদ ফকির, মামলত হোসেন স্বীকারোক্তি না দিলেও কারাগারে আটক আছে।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আহসান হাবিব জানান, আমরা এ পর্যন্ত পাঁচ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি। হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বিকার করেছে দুইজন। আসামিরা সকলেই জেল হাজতে রয়েছে। আমরা আশা করছি দরবেশপুর জোড়া খুনের মামলার সম্পূর্ন তথ্য অতি দ্রুত পুলিশ সুপার মহোদয় প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে জনগনের সামনে তুলে ধরবেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে দরবেশপুর গ্রামের শোলমারী বিলে মাছ পাহারা দেওয়ার সময় যুবলীগ নেতা রোকনুজ্জামান বিশ্বাস ও তার চাচাতো ভাই হাসান বিশ্বাস নামের দুই জনকে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় পর দিন মেহেরপুর সদর থানায় রোকনুজ্জামানের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

শেখ হাসিনার মনোনিত এমপিকে হটাতে যুবলীগের উত্তেজিত

ব্যানার!

এক ব্যানারকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনিত সংসদ সদস্য শাহিদুজ্জামান খোকনকে হটাতে গাংনী বাজারে একটি উত্তেজিত ব্যানার টাঙায় উপজেলা যুবলীগ।

ব্যানারে সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারেফ হোসেনের ছবি দেওয়া আছে।
শনিবার সকাল ১১ টার সময় ব্যানার টাঙানোর পর থেকে দিনভর গাংনীতে উত্তেজনা বিরাজ করে। উত্তেজনা প্রশমনে গাংনী থানা পুলিশ বাজারে অবস্থান নেয়।

এ সময় সহিংসতা এড়াতে গাংনী বাজারে অর্ধশতাধিক পুলিশ সদস্য মটরসাইকেলে মহড়া দেয়।
সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, গাংনী উপজেলা যুবলীগের কার্যালয়ের সামনে কুখ্যাত রাজাকার পুত্র দূর্নীতিবাজ সাহিদুজ্জামান খোকন সহ হাইব্রীড মুক্ত আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব চাই শিরোনাম দিয়ে যুবলীগের নাম দিয়ে একটি ব্যানার টাঙ্গানো হয়েছে। মুলত এই ব্যানারকে কেন্ত্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন দাবি করে বলেন, সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন একজন রাজাকার পুত্র এবং দুর্নীতিবাজ। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের টাকা বানিজ্য করেছে। ৩টা খাল কাটায় বিপুল পরিমান টাকা কমিশন নিয়েছেন।
নির্বাচনে হলফ নামায় নাম মাত্র টাকা ও সম্পদ উল্লেখ করলেও নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাসের ৩০ লক্ষ টাকার গাড়ী,র্যাব ক্যাম্পের সামনে জমি ক্রয় সহ নিজ গ্রামে গড়েছে অট্ট্রলিকা। নামে বেনামে সম্পদের পাহাড় গড়ছেন। এছাড়া তার বাবা আব্দুল গনী বিশ্বাস একজন চিহিৃত রাজাকার ছিলেন।
তাই জননেত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী রাজাকার,রাজাকার পরিবার ও হাইব্রীড মুক্ত কমিটির গঠনে দাবি জানিয়েছে যুবলীগ। তিনি আরো বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমাদের মতো ছোট্ট এলাকার সঠিক খবর কেউ পৌছে দেয়না বলেই তিনি জানতে পারেননি একারণে রাজাকার পুত্র সাহিদুজ্জামান খোকনকে এবারের মনোনয়ন দিয়েছেন। নির্বাচিত হওয়ার

পর থেকে লুটপাট ও আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীদেও মাঝে বিবাদ ও নির্যাতন শুরু করেছে।
গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, একটি ব্যানারকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে উত্তেজনা দেখা দিলে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা বাজারে অবস্থান নেয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সংসদ সদস্য মো: সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, তিনি এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে পরে কথা বলবেন।

গাংনী প্রতিনিধি:

সভাপতি পদে একক হলেও সম্পাদক পদে প্রার্থীর ছড়াছড়ি

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় পর আগামি ২৭ অক্টোবর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রাণচাঞ্চল্য নেই প্রার্থী ও নেতা কর্মীদের মধ্যে। তবে দলটির মধ্যে সকল প্রস্তুতি চলছে।
এ পর্যন্ত সভাপতি পদের একমাত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নাম শোনা গেলেও সাধারন সম্পাদক পদে প্রার্থীর ছড়াছড়ি। শেষ পর্যন্ত ১৫ জন প্রার্থীর নাম ঘুরপাক খাচ্ছে নেতা কর্মীদের মাঝে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নেতা কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য না থাকার কারন হিসেবে নেতা কর্মীরা জানিয়েছেন গাংনীর শীর্ষ নেতার আর্শিবাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তারা। এই শীর্ষ নেতারা যাকে চাইবেন তাই দলীয় পদ পদবীতে আসবেন একারনে কিছুটা নীবর অবস্থানে রয়েছে কর্মীরা।
এ পর্যন্ত সভাপতি পদের একমাত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নাম শোনা গেলেও সাধারন সম্পাদক পদে গোলাম মোস্তফা, সাবেক মেয়র আহমেদ আলী, যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের ত্রান ও সমাজকল্যান বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, আওয়ামীলীগ নেতা মকলেচুর রহমান মুকুল, অ্যাড. শফিকুল আলম, পৌর

আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, যুগ্ন সম্পাদক নাজমুল হুদা বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মনি, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুল ইসলাম জুয়েল, সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আবুল বাশার, মনিরুজ্জামান আতু। সাধারণ সম্পাদক পদে এত প্রার্থী হওয়ার কারন কি জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রার্থী জানান, সাধারণ সম্পাদক পদ না পেলেও অন্তত যুগ্ন সম্পাদক কিংবা সাংগঠনিক সম্পাদক পদ পাবো এমন আশায় সম্পাদক পদে প্রার্থী হবো।
গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, দীর্ঘদিন পর আওয়ামীলীগের সম্মেলন আনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের প্রস্তুুতিও রয়েছে। সম্মেলন কে কেন্দ্র করে নেতা কর্মীরা উজ্জিবিত অবস্থায় রয়েছে। আমাদের দীর্ঘদিন সম্মেলন না হওয়া ও সাবেক ছাত্রনেতারা ও বড় দল হওয়ার অনেক যোগ্য নেতা তৈরি হয়েছে। এসব কারনে প্রার্থী বেশি হচ্ছে। আশা করি সুন্দর ও সফল ভাবে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনী প্রতিনিধি:

হঠাৎ ভারতীয় পানি মেহেরপুরে

মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী শোলমারী ও শুভরাজপুর গ্রামে দিয়ে প্রবেশ করছে ভারতীয় পানি। এতে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সীমান্তবর্তী গ্রামের শত শত বিঘা জমির ফসল। ইতি মধ্যে বেশ কয়েক বিঘা জমির ফসল পানির নিচে তলিয়ে গেছে। শনিবার সকাল থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী ও শুভরাজপুর গ্রাম দিয়ে প্রবেশ করছে ভারতীয় জলাঙ্গী নদীর পানি। এই পানি শোলমারী, শুভরাজপুর ও কুতুবপুর গ্রামের পাশ দিয়ে মেহেরপুরের ভৈরব নদে প্রবেশ করছে। এতে তিন গ্রামের নদীর পাশের জমির বিভিন্ন ফসল পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে এইভাবে পানি প্রবেশে ক্ষতির মুখে পড়েছে স্থানীয় চাষিরা।

ভারতের নদীয়া জেলার বিক্রমপুর থানার নন্দনপুর রাউথবাড়ি দিয়ে জলাঙ্গী নদীর পানি মেহেরপুরের শোলমারী হয়ে বাংলাদেশের ভৈরব নদে প্রবেশ করেছে।

২০১৫ সালে ভৈরব ২৯ কিলোমিটার পুনঃখনন করা হয়। কিন্তু কাথুলি ব্রিজের পর ভৈরব অনেকটা সমতল থাকায় হঠাৎ করে পানি প্রবেশে ফলে ভৈরব সংলগ্ন আবাদী জমি গুলো পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। শোলমারী গ্রামের চাষী আসমত আলী বলেন, গত শুক্রবার পর্যন্ত তেমন একটা পানি ছিল না। কিন্তু শনিবার সকালে গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে দেখি মরা ভৈরবে

পানি আসছে। প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝলাম ভারত থেকে এই পানি আসছে। তিন ঘন্টার ব্যবধানে আশেপাশের ধান, কলাই, মরিচসহ বিভিন্ন ফসলের জমি পানির নিচে তলিয়ে গেলো।
হাবু আলী বলেন, ভৈরবের পাশে আমার ১৫ কাঠা কলাই ছিল। গরুর খাবারের জন্য বিদেশি ঘাস লাগানো ছিল। পানি ওঠার খবর পেয়ে দ্রুত জমিতে গেলেও কিছুই খুজে পাইনি।

শুভরাজপুর গ্রামের আসাদুল ইসলাম বলেন, শোলমারী দিয়ে পানি প্রবেশ করছে খবর শুনে নদের ধারে যায়। সেখানে আমার পাটখড়ি শুকাতে দেওয়া ছিল। কোন রকম সেটা উদ্ধার করলেও ২ বিঘা জমির উঠতি ধান চোখের সামনে তলিয়ে গেলো।
শোলমারী গ্রামের ইউপি সদস্য আখতার হোসেন বলেন, শুক্রবার পর্যন্ত কোন পানি ছিল না। শনিবার সকাল থেকে পানি প্রবেশ করছে। এতে আমাদের গ্রামের অনেক ফসলি জমি পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে।

শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব জানান, বেশ কয়েক বছর এরকম পানি আমাদের দেশের ভিতর হঠাৎ করে প্রবেশ করেননি। তবে শনিবার সকাল থেকেই ক্রমেই পানি বেড়েই চলেছে। এতে স্থানীয় কৃষকরা বেশ ক্ষতির মুখে পড়েছেন। যদি ভারতীয় পানি নিয়ন্ত্রন সুইচ গেট সব গুলো খুলে দেয় তবে শোলমারী, শুভরাজপুর গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, আমরা কৃষি বিভাগের সাথে বলেছি বিষয়টি দেখার জন্য। তাদের তথ্য অনুযায়ি এখনো তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। তবে এইভাবে পানি বাড়তে থাকলে ফসলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

-মর্তুজা ফারুক রুপক

মেহেরপুরে ‘মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযান ‘মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্মুঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্টিহয়।

মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আলী খানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধা আতাউল হাকিম লাল মিয়া।প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধা ক্যাপ. আব্দুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধা আব্দুল হাকিম, ভাষা সৈনিক ইসমাইল হোসেন, মাহাবুবল হক শান্তি।

বক্তব্য দেন আব্দুর রব, আফজাল হোসেন, নারী মুক্তিযোদ্ধা সালেহা খাতুন, আব্দুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া বুলবুল, ফজলুল করিম, গোলাম রহমান, সিরাজুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধা আহসান আলী খান, ডেপুটি কমান্ডার আলী হোসেন প্রমুখ।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসিন আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্বা মহাসিন আলীর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে। তার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক প্রকাশ করেছেন মুজিবনগর উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্বারা।

শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলার মোনানখালী ইউনিয়নের শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রাষ্টীয মর্যাদায় গ্রাম্য কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। এ সময় পুলিশের একটি চৌকষ দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় বিহগলে করুণ সুর বেজে উঠে।
মুজিবনগর ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল হাসান রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।

এসময় মুজিবনগর থানার ওসি আবদুল হাসেম, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল জলিল, সাবেক ইউনিয়ন কমান্ডার আহসান আলী, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক, আফজাল হোসেন, ছাবদার আলী সহ আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা মহাসিন আলী (৭০) শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় নিজ বাড়িতে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদীন যাবৎ অসুস্থ্য থাকার পরে মৃত্যুবরণ করেন ।

মুক্তিযোদ্বা মহাসিন আলী মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের মৃতঃ আহসান আলী খাঁনের ছেলে। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ মেয়েসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।
-মুজিবনগর অফিস

বুয়েটে সাংগঠনিক রাজনীতি নিষিদ্ধ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার এজাহারভুক্ত ১৯ আসামিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম এ কথা জানিয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার বুয়েট অডিটোরিয়ামে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা কালে বুয়েটের উপাচার্য এ কথা জানান। তিনি বলেন, বুয়েটে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি থাকবে না। আবরারের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং মামলার খরচ বুয়েট কর্তৃপক্ষ বহন করবে। বিচারকাজ দ্রুত শেষ করতে সরকারকে চিঠি দেওয়া হবে। বুয়েটে র্যাগিং

বন্ধ হবে।
উপাচার্য জানান, সরকার আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে আশ্বস্ত করেছে। আবরার ফাহাদ হত্যার পর বুয়েটের আন্দোলনকারীরা ১০ দফা দাবি পেশ করে। এ নিয়ে গতকাল বিকেলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপাচার্য কথা বলেন। সেখানে তিনি এসব দাবি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে নিজের অবস্থান জানান।
গত বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, উপাচার্য যদি গতকাল শুক্রবার বেলা ২টার মধ্যে তাঁদের সঙ্গে দেখা না করেন, তাহলে বুয়েটের সব ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেবেন। এমন পরিস্থিতিতে গতকালই উপাচার্যের পক্ষ থেকে আলোচনায় বসার কথা জানানো হয়। আবরার হত্যার প্রতিবাদে পঞ্চম দিনের মতো সকাল থেকেই বুয়েট ক্যাম্পাসে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। গতকালও সকালে তাঁরা মিছিল ও পথনাটকসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন।
আবরার ফাহাদ বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (১৭তম ব্যাচ) ছাত্র ছিলেন। তিনি থাকতেন বুয়েটের শেরেবাংলা হলের নিচতলায় ১০১১ নম্বর কক্ষে। গত রোববার রাত আটটার দিকে তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় একই হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে। ওই কক্ষে তাঁকে নির্যাতন করে বুয়েট ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। রাত ৩টার দিকে হল থেকেই তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর পর থেকে শিক্ষার্থীরা আবরার হত্যার ঘটনায় খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি, বুয়েট ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করাসহ ১০ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, তাঁদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

৮২ টাকার স্থলে ৪৫ টাকার রড ব্যবহার!

মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণে নিম্মমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করায় ক্ষুব্ধ হয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করেছে গণপূর্তের খুলনা বিভাগীয় অফিস।

১৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৪ হাজার ৩৯০ টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ পেয়েছেন এন হোসেন শামীম (জেভি), মিশন পাড়া, পুরাতন কসবা, যশোর। প্রতিষ্ঠানটি মডেল মসজিদ নির্মাণের শুরু থেকেই সিডিউল বহির্ভূত নির্মাণ কাজ করছে। আগামি দেড় বছরের মধ্যে কাজটি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে ঠিকাদার এন হোসেন শামিম মেহেরপুর গণপূর্ত প্রকৌশলী মোহা. জাকির হোসেনের আত্মিয়। তার যোগসাজশেই তিনি ঠিকাদার হিসেবে কাজটি পেয়েছেন।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের খুলনা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী প্রদীপ কুমার বসু গত ২০ সেপ্টেম্বর মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনে নানা ধরণের অনিয়ম দেখতে পান। তিনি কাজের দৃশ্যমান কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি অসঙ্গতি উল্লেখ করে সিডিউল মোতাবেক কাজ করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে লিখিত নির্দেশও দিয়েছেন। এরপরেও সিডিউল বহির্ভূত নি¤œমানের সামগ্রি দিয়ে নির্মানকাজ করা হচ্ছে। যেভাবে নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে তাতে নির্মাণ পরবর্তী ফ্লোর ফেটে যাওয়াসহ অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। এমন আশংকা গণপূর্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রকৌশলীদের।

গণপূর্তের খুলনা বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর লিখিত নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্মাণাধীন জেলা সদর মডেল মসজিদের একদিক থেকে কলামের বেইজ ঢালাই করা হচ্ছে অন্যদিকে একবারে ৮-১০ ফুট উচ্চতার ভিতর মাটি ফেলা হচ্ছে । স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৬ ইঞ্চি লেয়ারে কম্প্যাকশন করার কথা থাকলেও সেই অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে না । এতে করে ফ্লোর ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সমস্ত মাটি তুলে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পুনরায় মাটি ভরাট করে সঠিক নিয়মে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজের সাইটে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে শক্তিশালি স্টিল রড, পাথর চিপস, বি এস আর এম, আনোয়ার, একেএস কোম্পানির যেকোন একটি ব্র্যান্ডের রড় ব্যবহার করার কথা। সিডিউলে বলা এসব নিয়ম মানা হচ্ছেনা বলে অভিযোগ করা হযেছে নোটিশে।

নোটিশে আরও উল্লেখ রয়েছে, নির্মাণ কাজে ভিতরের মাটি ভরাট ও ক্যাপশন কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করার জন্য এবং গ্রহণযোগ্য টেস্ট রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের করার কথা থাকলেও নিম্মমানের সামগ্রী দিয়ে চলছে মডেল মসজিদের নির্মাণ

কাজ। সরেজমিনে কাজের সাইডে গিয়ে দেখা যায় নি¤œমানের টাইগার নামের রড দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। যার বাজারমূল্য ওই রডের প্রতিকেজির দাম ৪৫ টাকা। অথচ সিডিউলে ৮২ টাকা কেজি দরের বিএসআরএম রড দেয়ার জন্য সিডিউলে বলা হয়েছে। অন্যন্য নির্মান সামগ্রিও নি¤œমানের দেয়া হচ্ছে।

তবে ঠিকাদার এন হোসেন শামিমের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে প্রকল্প এলাকায় তিনি ছিলেন না। সেখানে কর্মরত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কেউ তার সাথে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা করে অপরাগত প্রকাশ করেন।
মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহা. জাকির হোসেন জানান- বিভাগীয় প্রকৌশলীর নির্দেশে কাজ তদারকি করা হচ্ছে। নি¤œমানের সামগ্রি সরিয়ে দেয়া হয়েছে। টাইগার রড অপসারণ করে আনোয়ার কোম্পানীর রড সংযোজন করা হয়েছে। মাটি কম্প্যাকশন সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে ১২টি গর্ত করা হয়েছে। একেকটি গর্ত হতে দেড় হাজার সিএফটি মাটি উঠানো হয়েছে। স্খান সংকুলান না হওয়ায় ভরাটের কাজটি ওভাবেই করতে হয়েছে। ঠিকাদার শামিম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, সে তার কোন আত্মিয় না।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক মো. আতাউল গনি নি¤œমানের কাজ হবার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, মেহেরপুর জেলা সদরে মডেল মসজিদ নির্মান কাজে অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছি। কাজে কোন রকম অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। বিভাগীয় খুলনা গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সরেজমিনে নির্মাণকাজ পরিদর্শন করে অনিয়ম দেখেছেন। তিনি মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন সিডিউল মোতাবেক কাজটি দেখভাল করে বুঝে নেবার।